JAN. 1 5 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ...

ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করে সমস্যার সমাধান হবে না

মাহফুজুল ইসলাম চৌধুরী
আহবায়ক সংগ্রামী ছাত্র ঐক্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

১ জানুয়ারী, ২০০২ মুক্তাঙ্গন পাতায় দয়া করে ছাত্র-শিক্ষক উভয়ে রাজনীতি ছাড়ুন শীর্ষক লেখা পড়ে এ লেখাটির মাধ্যমে আমার মতামত প্রকাশ ছাত্র সমাজের পক্ষে জরুরী মনে করলাম। কারণ শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের জন্য ছাত্র রাজনীতিকে দায়ী করে আজ বিভিন্ন মহল থেকে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবী আসছে। তাদের বক্তব্য হল, ক্যাম্পাসে ছাত্র সংঘর্ষ হচ্ছে মূলতঃ ছাত্র রাজনীতির কারণে। এতে করে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, সেশনজট বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের এ বক্তব্য কতটুকু যুক্তিসঙ্গত তা বিবেচনার বিষয়। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের জন্য এককভাবে ছাত্র রাজনীতিকে দায়ী করা অমূলক। ছাত্র সংঘর্ষের বিভিন্ন কারণ রয়েছে। এসব কারণ চিহ্নিত না করে শুধুমাত্র ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবী তোলা দুরভিসন্ধিমূলক।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই ছাত্র রাজনীতির একটি গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। সাতচল্লিশের দেশ বিভাগ, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, নব্বই-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ছাত্র রাজনীতি অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। তাছাড়া দেশের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ছাত্র রাজনীতির অবদান অনস্বীকার্য। তবে বিভিন্ন কারণে আজ ছাত্র রাজনীতি কলুষিত। অতীতে ছাত্র রাজনীতিতে একমাত্র মেধাবী ছাত্ররাই নেতৃত্ব দিত। কিন্তু আজ ছাত্র রাজনীতিতে মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কমে গেছে। গুটিকয়েক ছাত্র সংগঠন বাদে অছাত্ররাই ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাছাড়া লেজুড়বৃত্তির রাজনীতির কারণে ছাত্র সংগঠনগুলো স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলছে। ফলে ছাত্র রাজনীতির কাছ থেকে জাতির প্রত্যাশা অপূরণীয়ই থেকে যাচ্ছে। উপমহাদেশের মধ্যে বাংলাদেশেই ছাত্র রাজনীতির চর্চা বেশী। ভারতে সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠন হিসাবে উল্লেখ করার মত কোন ছাত্র সংগঠন নেই। ভারতীয় কংগ্রেস এবং ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির কোন ছাত্র সংগঠন নেই। তবে ভারতের স্বাধীনতাকামী রাজ্যগুলোতে আঞ্চলিক ছাত্র সংগঠনগুলোর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। পাকিস্তানে বাংলাদেশের মত ছাত্র রাজনীতি আছে। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে কোন রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন নেই বললেই চলে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকান পার্টির কোন ছাত্র শাখা নেই। তাছাড়া বৃটেনের লেবার পার্টি এবং কনজারভেটিব পার্টির ছাত্র সংগঠন নেই। তবে কোন দেশে ছাত্র রাজনীতি আছে কিংবা নেই তার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতি সম্বন্ধে কথা বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। ঐ দেশের ছাত্র রাজনীতি

অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, ছাত্র রাজনীতি এ দেশকে অনেক কিছুই দিয়েছে। এ দেশের পেক্ষাপটে ছাত্র রাজনীতির বাস্তবতা আছে। তবে ছাত্র রাজনীতিকে কলুষমুক্ত রেখে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দেয়ার জন্য বাস্তবমুখী বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে। এক্ষেত্রে ছাত্র সংগঠনগুলোর যেমন ভূমিকা রয়েছে, দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকাও কম নয়।

বাংলাদেশের ছাত্র সংগঠনগুলো মূলতঃ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্র শাখা। এর মধ্যে বেশিরভাগ ছাত্র সংগঠনই লেজুড়বৃত্তির রাজনীতিতে জড়িত। এসব ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে কারা আসবে তা তাদের অভিভাবক রাজনৈতিক দলগুলোই নির্ধারণ করে দেয়। কোন কোন সময় দেখা যায় কোন অছাত্রকে ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বের আসনে বসানো হয়েছে। অভিভাবক রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নিজেদের আধিপত্য ধরে রাখার জন্য ছাত্র সংগঠনগুলোকে ব্যবহার করে। এতে সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়। ক্যাম্পাসে ছাত্র সংঘর্ষের জন্য অনেকাংশে শিক্ষক রাজনীতিও দায়ী। নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কতিপয় ধান্ধাবাজ শিক্ষক ছাত্র সংগঠনগুলোকে ব্যবহার করে। এতে সংঘর্ষ-সন্ত্রাস অনিবার্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সহনশীলতার অভাব লক্ষণীয়। কারও লেজুর না হয়ে ছাত্র রাজনীতিকে তার নিজস্ব গতিতে যদি চলতে দেয়া যায় তাহলে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস অনেকাংশে কমে আসবে। ছাত্র রাজনীতির হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে ছাত্র সংগঠনগুলোকে আরও সহনশীল হওয়া প্রয়োজন। ছাত্র রাজনীতি দেশের সার্বিক উন্নয়ন এবং যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টিতে অবদান রাখুক এ প্রত্যাশা দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর।

মিয়াবাড়ি, কলেজ রোড,
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
চট্টগ্রাম